بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজক এবং অতিথিবৃন্দের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৫ আগস্ট, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীর জলসাগৃহে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

২০১৯ সালের পর আবারও বিস্তৃত পরিসরে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরও জলসা হয়েছিল তবে তা সীমিত পরিসরে। যদিও এ বছর জলসায় শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের আহমদীরা অংশ নিতে পারছেন এবং বিদেশী অতিথিরা খুব সীমিত সংখ্যায় যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু যুক্তরাজ্যের সকল জামা'ত তিনদিনই অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। উপস্থিতি আশানুরূপ হবে, ইনশাআল্লাহ্। করোনা মহামারীর কারণে জলসার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়েছিল, আমরা জলসার কল্যানরাজি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম; এক বছর তো জলসা একেবারেই করা যায় নি।

হুজুর আনোয়ার সকল অংশগ্রহণকারীদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, মাস্ক পরার এবং আসা-যাওয়ার সময় ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে দেওয়া হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে বলেন: জলসা উপলক্ষ্যে আয়োজক এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর মেহমানদের সেবাতে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকদের আমি সাধারণত জলসার পূর্বের সপ্তাহের খুতবায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। বিগত খুতবায় তা করা সম্ভব হয় নি; তাই আজ আমি এটা সম্পর্কে কিছু বলব। আমরা যদি এই বিষয়গুলো মাথায় রাখি, তাহলে ইনশাআল্লাহ্, আমরা জলসার প্রকৃত পরিবেশ থেকে উপকৃত হব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **"এই জলসা কোন জাগতিক উৎসব নয়, বরং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)- এর কথা শোনার ও তদনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা এখানে সমবেত হই এবং হয়েছি।"**

তিনি বলেন, জলসার কাজ শুধু জলসার তিন দিনেই হয় না, বরং অনেক সপ্তাহ আগে তা শুরু হয় এবং আজকাল এমটিএ' তার সংবাদ এবং ছোট ছোট ক্লিপ আকারে কীভাবে কাজ করা হয় তা দেখিয়ে থাকে। কিছু কাজ অবশ্যই বাইরের কোম্পানী এবং ঠিকাদারদের দ্বারা করা হয়; তবে এমন অনেক কাজ রয়েছে যার জন্য জনবলের প্রয়োজন হয় এবং এই জনশক্তি আসে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা তাদের সময় উৎসর্গ করে এবং তাদের পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে। জাগতিক সংগঠনগুলো যেখানে স্বেচ্ছাসেবক খুঁজে পায় না, সেখানে আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীয়া জামা'তে স্বেচ্ছাসেবক এত বেশি হয় যে, ব্যবস্থাপকদের তাদের পরিচালনা করতে হিমসিম খেতে হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যিয়াফত (খাবার পরিবেশনা) বিভাগকে ভবিষ্যতের জন্য এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, জলসার পূর্বে অথবা পরবর্তিতে স্বেচ্ছাশ্রমে যোগ দিতে আশাতীত মানুষ এসে থাকেন। গত রবিবারই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মানুষ ওকারে আমলে যোগ দিতে হাদীকাতুল মাহদীতে এসেছিলেন, যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও আশা করেনি। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়নি বলে জানতে পেরেছি। যদিও ম্যানেজমেন্টের দেখা উচিত ছিল যে এত লোক আছে এবং সেই মতো আগে থাকতে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল (এটি খাদ্য পরিবেশকদের কাজ)। এই স্বেচ্ছাসেবকরা তো শুধু খাবারের সময় একত্রিত হননি; তারা সকাল থেকে কাজ করছেন বা সেখানে ছিলেন। আমি মনে করি গত শুক্রবার যখন আমি অবশেষে জলসার বিষয়ে এবং যারা কাজ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য দোয়া করতে বলেছিলাম, তখন একটি তাৎক্ষণিক আবেগের সাথে অন্যান্য লোকেরাও তাদের পরিষেবা প্রদান করেছিল। তবে ব্যবস্থাপনার উচিত বিশেষ করে সপ্তাহান্তের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা। একইভাবে জলসার দিনগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবারের আয়োজন করাও যিয়াফত বিভাগের কাজ। আগত অতিথিকে পরিপূর্ণ মেহমানদারি করাও যিয়াফত বিভাগের দায়িত্ব।

আমি কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলতে চাই যে, জলসার এই তিন দিনে তারা যেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মেহমানদের এমন আবেগের সাথে সেবা করে যে তাদের হৃদয়ে যেন সবসময় এই অনুভূতি থাকে যে এই সেবার জন্য তারা তাদের কর্মকর্তা বা কোন অতিথির কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য একজনকে এই মেহমানদের সেবা করতে হবে এবং সেই সাহাবী ও তার স্ত্রীর দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রাখতে হবে; যারা শিশুদের ক্ষুধার্ত শুইয়ে দিয়েছিল এবং নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে অতিথির আতিথেয়তার অধিকার আদায় করেছিল। আলো নিভিয়ে তিনি মেহমানকে এটি দেখিয়েছিলেন যে, ঠিক যেন তিনি তার সাথে খাবার ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন, আল্লাহ্ তার কাজের এত প্রশংসা করলেন যে তিনি নবী (সা.)-কে বিষয়টি অবহিত করলেন এবং পরের দিন তিনি সেই সাহাবীকে বললেনঃ রাতের পরিকল্পনা দেখে আল্লাহ্ তাআলাও হেসেছিলেন। এতে আল্লাহ্ তাআলা খুবই সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েছেন। পবিত্র কুরআনেও তিনি এ ধরণের ত্যাগ স্বীকারকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। ত্যাগ স্বীকারকারীরাই নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগ করে এবং তারাই ধন্য।

এই ছিল সাহাবীদের আতিথেয়তা এবং সেবা করার দৃষ্টান্ত। কতই না সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য মেহমানদের সেবা করার চেষ্টা করে এবং যুগের ইমামের আমন্ত্রণে আসা মেহমানরাও যারা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর বাণী শ্রবণ করতে এসেছেন। তাঁরা এসেছেন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা নিয়ে। তাই খুব ভাগ্যবান সেই সকল স্বেচ্ছাসেবকরা যারা আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্মের খাতিরে আগত অতিথিদের সেবা করে চলেছেন।

পুরষ এবং নারী কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, যখন বিভিন্ন মেজাজের বিপুল সংখ্যক লোক থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তপ্ত মেজাজের হয় এবং কখনও কখনও তারা স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কড়া ভাষায় কথা বলে বা কিছু দাবি করে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ হল, কারো সাথে রূঢ় আচরণ না করা, বরং যে রূঢ় কথা বলে তাকে কঠোরভাবে না বলে হাসিমুখে জবাব দিতে হবে। আপনি যদি প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন, তবে তা করুন, অন্যথায় নম্রতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা আপনার উর্ধ্বতনের কাছে নিয়ে যান যিনি অতিথির সমস্যা সমাধান করবেন। কখনও কখনও এই কাজটি খুব কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু খোদার সন্তুষ্টি পেতে এই কাজটি করা উচিত। নিজের আবেগ এবং কথার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। তেমনিভাবে কর্মীরাও নিজেদের ভেতর পরস্পর নম্রতা প্রদর্শন করবেন।

কর্মকর্তা এবং অধীনস্ত কর্মীরাও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও নম্র ব্যবহার করবেন। কারও দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে নম্রভাবে তাকে বোঝাতে হবে। কর্মকর্তাদেরও বুঝতে হবে যে এই স্বেচ্ছাসেবকরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার মানসে এসেছেন। এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও সেবার মনোভাব নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করছেন, তাই তাদের সম্মান করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে একযোগে কাজ করার তৌফিক দান করুন এবং এই চেতনা জাগ্রত হবে যখন কর্মকর্তা ও সহকারীরাও উপলব্ধি করবেন যে আমাদের ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এই সেবা করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরও সবসময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে তারা খোদার অনুগ্রহে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন, তারা যেন কর্মকর্তা না হয়ে বরং সেবক হয়ে দায়িত্ব পালন করেন এবং উচ্চ নৈতিকতার পরিচয় দেন। তবেই তাদের সহকারীরাও উচ্চ নৈতিকতার পরিচয় দেবেন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বহু স্থানে অতিথিদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ প্রদান করেছেন। একবার তিনি বলেন, 'দেখুন, অনেক মেহমান এসেছেন, তাঁদের কাউকে চিনতে পারছেন আর কাউকে চিনতে পারছেন না। তাই সবাইকে সমান মনে করে যথোপযুক্তভাবে আতিথেয়তা করা উচিত।" সুতরাং এই নীতিটি সর্বদা প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবকের সামনে রাখা উচিত; বিশেষ করে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকের মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, বিশেষ করে আতিথেয়তা এবং খাদ্য বন্টন বিভাগ ইত্যাদিকে খুব কঠোরভাবে এটি অনুসরণ করা উচিত।

খাবার সম্পর্কে অতিথিদের বিভিন্ন সাধারণ পরামর্শ প্রদানের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: ভালো নৈতিকতা প্রদর্শন করা শুধু কর্মীদের কাজ নয়, বরং যারা যোগদান করবে তাদের প্রত্যেকের কাজ এটা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যোগদানকারীদেরও বলেছেন সদাচরণ প্রদর্শন করতে এবং একে অপরের প্রতি যত্নবান হতে। প্রত্যেকের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তিনি তার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এই জলসায় যোগ দিয়েছেন এবং এটি অর্জনের জন্য তাকে সর্বদা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)- এর এ কথা সবসময় সামনে রাখতে হবে যে এই জলসা সম্পূর্ণরূপে খোদা তাআলার জন্য। তাই ছোটখাটো বিষয়ে কখনোই কোনো প্রকার উদ্বেগ ও বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। স্বেচ্ছাসেবকরাও মানুষ, তাদের দ্বারা যদি কোনো দুর্ব্যবহার হয়ে যায় তবে তা উপেক্ষা করে যাওয়া উচিত। তাই এই দিনগুলিতে সবসময় একথা মনে রাখবেন।

এক বার মহানবী (সা.) বললেনঃ এই দোয়া কর- হে আল্লাহ্! এই সফরে আমরা তোমার কাছে কল্যাণ ও তাকওয়া কামনা করি, তুমি আমাদেরকে এমন উত্তম কাজ করতে সক্ষম কর যা তোমাকে খুশি

করে।” আমরা যখন এইভাবে দোয়া করব, তখন খোদা তাআলা আমাদের এখানে থাকা এবং সফরকে বরকত দিয়ে পূর্ণ করবেন, তাই এই দিনগুলিকে দোয়া এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। মহানবী (সা.) আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে দোয়া করতে শিখিয়েছেন। কিছু লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে জলসার কল্যান অন্বেষণে উপকৃত হতে এসেছেন। নিজের অবর্তমানে পরিবারের চিন্তাও থাকবে। সেক্ষেত্রে তিনি (সা.) এভাবে দোয়া করা শিখিয়েছেন: **“হে আমাদের খোদা! আমি সফরের কঠোরতা, অপ্রীতিকর এবং বিরক্তিকর দৃশ্য, খারাপ ফলাফল এবং সম্পদ ও পরিবারের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন থেকে তোমার আশ্রয় চাই।”** এটি একটি অনন্যসাধারণ দোয়া, এটি ভ্রমণের সময় সর্বত্র নিজেকে নিরাপদ রাখতে এবং পরিবারকে নিরাপদ রাখতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার নিকট সুরক্ষিত থাকার প্রার্থনা। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ও এমন দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে যখন এখানে নারী-পুরুষ চলাফেরা করবে, তখন যেখানে পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে, তখন খোদা তাআলা তাদেরকে প্রতিটি খারাপ পরিস্থিতি থেকেও রক্ষা করবেন। আজকাল কোভিডের কারণে পরিস্থিতি খুব উদ্বেগজনক, তাই দোয়ার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। সাধারণ দোয়ার সাথে সাথে এই দিনগুলিতে বিশেষভাবে দরূদ পাঠ করাও উচিত। আল্লাহ্ তাআলা জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক নর-নারীকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলায়হেস সালাম-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহ্‌সানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at)	To,
5 August 2022	______________
Distributed by	______________
Ahmadiyya Muslim Mission	______________
....................*P.O*........................	______________________
Distt........................*Pin*.........*W.B*	

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in